৪৫

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 JAN. 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

শিক্ষাঙ্গন

ফাজিল ও কামিল প্রসংগে

বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম বৃহত্তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বহুল পরিচিত এবং এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের জন্য ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পূর্ণাঙ্গ রূপ এদেশের শিক্ষা কাঠামোতে নেই। তার পরও মাদ্রাসাগুলোতে কিছু ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। কিন্তু তাও বাংলাদেশ সরকারের অবহেলার শিকার। মাদ্রাসা পাস ছাত্রদেরকে সরকারী পর্যায়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় না। ১৯৮০ সালে ঢাকায় জমিয়াতুল মোদারেছীনের এক সম্মেলনে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব মাদ্রাসা শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে বক্তৃতায় দাখিল, আলিম, ফাজিল এবং কামিল পাসদেরকে যথাক্রমে এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক, স্নাতকোত্তরের মান-মর্যাদা দেয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে দাখিলকে এসএসসি এবং আলিমকে এইচএসসি'র মান দেয়া হয়েছে। কিন্তু ফাজিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর মান দেয়া অদ্যাবধি হয়নি। এ ব্যাপারে বিগত সরকার এবং বর্তমান সরকারকেও বহুবার অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু কোন অশুভ শক্তির ইঙ্গিতে মাদ্রাসা ছাত্রদের এই ন্যায্য দাবী কেন পূরণ করা হচ্ছে না তা সরকারের নিকট সচেতন মহলের প্রশ্ন। উল্লেখ্য, যেহেতু স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোন বোর্ডের অধীনে দেয়া হয় না। সেহেতু ফাজিল (স্নাতক) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর)-কে অধুনা ঘোষিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনভুক্ত করার জন্য গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি। ইসলামী মূল্যবোধ উজ্জীবনে বিশ্বাসী সরকার তা বাস্তবায়ন করবেন বলে আমি আশাবাদী।

মুঃ ওমর ফারুক (রিজভী)